

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে জাতীয় নীতিকাঠামোর উদ্যোগ ইউজিসির

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৬, ১৮: ২৩



উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে জাতীয় নীতিকাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত। আজ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইউজিসি কার্যালয়ে ছবি: ইউজিসির সৌজন্যে

দেশের উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে একটি জাতীয় নীতিকাঠামো (ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং একই সঙ্গে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশ্বিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণ সহজ হবে বলে মনে করছে ইউজিসি।

আজ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইউজিসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয় বলে জানানো হয়। বৈঠকে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, ব্রিটিশ হাইকমিশন ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মামুন আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ইউজিসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উচ্চশিক্ষা নীতিবিশেষজ্ঞ গ্রেস মুকুপা এই জাতীয় নীতিকাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা করছেন। নীতিমালা প্রণয়ন ও পর্যালোচনার জন্য ইউজিসি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কার্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইউজিসি বলছে, প্রস্তাবিত কাঠামো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বৈত (ডুয়েল) ডিগ্রি, যৌথ ডিগ্রি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় ও যৌথ গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

নীতিমালার আওতায় 'টু প্লাস টু' মডেল চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রথম দুই বছর বাংলাদেশে এবং পরবর্তী দুই বছর অংশীদার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবেন। সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করলে শিক্ষার্থীরা উভয় প্রতিষ্ঠানের পৃথক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

সভায় ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চশিক্ষা খাতে আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় উচ্চশিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলাও এর উদ্দেশ্য।

বৈঠকে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মাছুমা হাবিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

